১২-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হলে প্রতিটি পদক্ষেপ শ্রীমৎ অনুসারে চলো, চাল-চলন ঠিক রাখো"

প্রশ্নঃ- শিববাবার হৃদয়ে কে স্থান অর্জন করতে পারে ?

উত্তর :- যাদের গ্যারান্টি ব্রহ্মাবাবা করেন যে এই বাচ্চাটি হল সার্ভিসেবল, সবাইকে সুখ প্রদান করে। মন, বচন, কর্মে কাউকে দুঃখ দেয়না। যখন এমন কথা ব্রহ্মাবাবা বলেন, তখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন করতে পারবে ।

প্রশ্নঃ- এই সময়ে তোমরা রুহানী সার্ভেন্ট বাবার সাথে কোন্ সেবা-টি করো ?

উত্তর :- শুধু সম্পূর্ণ বিশ্বের নয় বরং ৫ তত্ব গুলিকেও পবিত্র করার সেবা তোমরা রুহানী সার্ভেন্ট-রা করো তাই তোমরাই হলে প্রকৃত সোশ্যাল ওয়ার্কার ।

গান : নিয়ে নাও মাতা পিতার আশীর্বাদ ....।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনল। এমনিতে তো লৌকিক মাতা পিতার অনেক আশীর্বাদ নেওয়া হয়। বাচ্চারা পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মাতা পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত ক'রে। লৌকিক মাতা পিতার ক্ষেত্রে এই রকম ঢাক পিটিয়ে বলা হয়না । ঢাক পিটিয়ে বলার অর্থ যাতে সবাই শোনে। এইরূপ তো বেহদের বাবার জন্যে ই গায়ন আছে যে তুমি আমাদের মাতা পিতা আমরা তোমার সন্তান .... তোমার কৃপায় বা আশীর্বাদে গভীর সুখ লাভ । ভারতেই এই মহিমা গায়ন হয়। নিশ্চয়ই ভারতে হয়েছে তবেই তো গায়ন আছে। একেবারে বেহদে চলে যাওয়া উচিত। বুদ্ধি বলে স্বর্গের রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা। স্বর্গে তো রয়েছে সর্ব সুখ। সেখানে দুঃখের নাম গন্ধ নেই। তাই তো গায়ন আছে দুঃখে সবাই স্মরণ করে সুখে করে না কেউ। অর্ধকল্প দুঃখ তাই সবাই স্মরণ করে। সত্যযুগে তো অসীম সুখ , ফলে সেখানে কেউ স্মরণ করেনা। মানুষ পাথরবুদ্ধি হওয়ার দরুন কিছুই বোঝেনা। কলিযুগে তো অসীম দুঃখ আছে। কত মারামারি । যতই বিদ্বান ,পন্ডিত হোক কিন্তু এই গান গুলির অর্থ একেবারেই জানেনা। গায়ন করে তুমি মাতা পিতা .... কিন্তু বুঝতে পারেনা কোন্ মাতা পিতার এইরকম মহিমা করা হয়। এই কথা তো অনেকেরই হয়ে গেল তাইনা । ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই , কিন্তু এই সময় সবাই দুঃখে আছে। ঘন সুখের অবস্থান তো কারো নয়। কৃপা দ্বারা সুখের প্রাপ্তি হওয়া উচিত। অকৃপা দ্বারা হয় দুঃখের প্রাপ্তি। বাবা হলেন কৃপালু , গায়ন রয়েছে। সাধু -সন্তদেরও কৃপালু বলা হয়।

এবারে তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভক্তি মার্গে গায়ন আছে তুমি হলে মাতা পিতা ... এই কথাটি হল যথার্থ, কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান যদি হয় তবে জিজ্ঞাসা করবে যে পরমাত্মাকে তো গড ফাদার বলা হয় , ওঁনাকে মাদার বলা হবে কিভাবে ? তখন তাদের বুদ্ধি জগদম্বার দিকে যাবে। যদি জগদম্বার দিকে বুদ্ধি যাবে তবে জগৎ পিতার দিকেও বুদ্ধি যাওয়া উচিত। এবার ব্রহ্মা সরস্বতী কোনো ভগবান নয়। এই মহিমা ওঁনাদের হতে পারেনা। ওঁনাদের মাতা পিতা বলাটা ভুল। মানুষ

গায়ন করে পরম পিতা পরমাত্মার জন্যে, কিন্তু জানেনা যে উনি মাতা পিতা কিভাবে হয়ে যান। এখন বাচ্চারা তোমাদের বলা হচ্ছে, নিয়ে নাও, নিয়ে নাও মাতা পিতার আশীর্বাদ ... অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। নিজের চাল চলন ভালো রাখলে আশীর্বাদ স্বতঃই প্রাপ্ত হবে। যদি চলন ভালো না হয় , কাউকে দুঃখ দিতেই থাকবে , মাতা পিতাকে স্মরণ করবেনা অথবা অন্যদের স্মরণ করাবেনা তবে আশীর্বাদও প্রাপ্ত হবেনা। তখন এত সুখের প্রাপ্তিও হবেনা। বাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন হবেনা। এই বাবার (ব্রহ্মাবাবার) হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত করার অর্থ হল শিববাবার হৃদয়ে স্থান অর্জন করা। এই গায়ন করা হয় ঐ মাতা পিতার উদ্দেশ্যে। বুদ্ধি ঐ বেহদের মাতা পিতার দিকে যাওয়া উচিত। ব্রহ্মার দিকেও কারো বুদ্ধি যায়না। যদিও জগদম্বার দিকে কারো বুদ্ধি চলে যায়। ওঁনার নামে মেলা আয়োজন হয়, কিন্তু ওনার অক্যুপেশান কি কেউ জানেনা। তোমরা জানো নিয়ম অনুযায়ী আমাদের প্রকৃত মাতা হলেন এই ব্রহ্মা। এই কথাটিও বুঝতে হবে। এইভাবেই স্মরণ করতে হবে। ইনি মাতাও হলেন আবার ব্রহ্মাবাবাও হলেন । লেখাও হয় শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। ফলে মাতাও হলেন পিতাও হলেন। এবারে বাচ্চাদের এই পিতার হৃদয়ে স্থান অর্জন করতে হবে কারণ এঁনার মধ্যেই শিববাবা প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাবাবা যখন গ্যারান্টি করেন হ্যাঁ বাবা এই বাচ্চাটি খুব ভালো সার্ভিস করে , সবাইকে সুখ প্রদান করে। মন বচন কর্ম দ্বারা কাউকে দুঃখ দেয়না তখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয়। মন বচন কর্ম দ্বারা যা করো, যা বলো সেসব যেন সবাইকে সুখ দেয়। দুঃখ কাউকে দেবেনা। দুঃখ দেওয়ার বিচার উৎপন্ন হয় প্রথমে মনে তারপর সে বিচার কর্মে প্রতিফলিত হলে পাপ কর্মে পরিণত হয়। মনে ঝড় তো অনেক আসবে কিন্তু কর্মে কখনও আনবেনা। যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় তবে বাবাকে এসে জিজ্ঞাসা করো -- বাবা এই কথায় আমার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন , তখন বাবা বোঝাবেন। যে কোনও কথা প্রথমে মনে আসে। বচনে আসা টাও কর্ম হয়ে গেল। যদি বাচ্চাদের মাতা পিতার আশীর্বাদ চাই তবে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। এইসব বড়ই গুহ্য কথা যে একজনকেই মাতা পিতা বলে সম্বোধন করা হয়। এই ব্রহ্মা যেমন বাবা তেমন বড় মা হন। এবার এই বাবা কাকে মা বলে সম্বোধন করবে ? এই মাতা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা কাকে মা বলবেন ? এই মায়ের তো কেউ মা হতে পারবেনা। যেমন শিববাবার কোনো পিতা নেই , তেমনই এঁনার কোনো মা নেই।

মুখ্য কথা বাচ্চাদের এটাই বোঝান হচ্ছে যে যদি মন, বচন ,কর্ম দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে তাহলে দুঃখ পাবে আর পদ-ভ্রষ্ট হবে। সাচ্চা সাহেবের সামনে সাচ্চা থাকতে হবে , এঁনার সাথেও সাচ্চা থাকতে হবে। এই দাদা সার্টিফিকেট দেবেন যে বাবা এই বাচ্চাটি সুপুত্র স্বরূপ। বাবা তো মহিমা গায়ন করেন। যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা আছে তন মন ধন দিয়ে সার্ভিস করে , কখনও কাউকে দুঃখ দেয়না , তারা বাপদাদা এবং মা-য়ের হৃদয়ে স্থান অর্জন করে। এঁনাদের হৃদয়ে স্থান অর্জন করা অর্থাৎ সিংহাসনে বিরাজিত হওয়া। সুপুত্র সন্তানদের সর্বদা এই ভাবনা থাকে যে আমরা সিংহাসনে বিরাজিত হই কিভাবে। এই চিন্তাই থাকে সর্বদা। সিংহাসন তো ক্রম অনুসারে ৮ -টি আছে। তারপরে ১০৮ তারপর ১৬১০৮ টিও আছে , কিন্তু এখন আমরা যেন উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। এমন শোভা দেয়না যে দুই কলা কম থাকলেও সিংহাসনে বসবে। সুপুত্র সন্তানরা কঠিন পুরুষার্থ করবে যে আমরা যদি প্রিয় বাবার কাছে সূর্যবংশী হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত না করি তবে কল্প কল্প প্রাপ্ত হবেনা। এখন যদি বিজয় মালায় স্থান অর্জন না হয় তবে কল্প কল্প স্থান প্রাপ্ত হবেনা। এই হল কল্প কল্পের রেস। এখন যদি ক্ষতি হয় তবে কল্প কল্প হতেই থাকবে। পাকা ব্যবসায়ী হল সে , যে শ্রীমৎ

অনুযায়ী মাতা পিতাকে পুরোপুরি ফলো করবে , কখনও কাউকে দুঃখ দেবেনা। তাতেও একনম্বর দুঃখ দেওয়া হল কাম কাটারী চালানো।

বাবা বলেন আচ্ছা যদি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ ভাবো , তাহলেও তিনি হলেন নম্বর ওয়ান। ওঁনার কথা অনুসরণ করলেও স্বর্গের মালিক হবে। তারা ভাবে কৃষ্ণ ভগবান শ্রীমৎ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। আচ্ছা ওঁনার মতানুসারে চল। উনিও বলেছেন কাম হল মহা শত্রু, এই বিকারকে পরাজিত করো। এই সব বিকার গুলিকে পরাজিত করলে তবে কৃষ্ণ পুরীতে আসতে পারবে। এখন কৃষ্ণের কথা তো নয়। কৃষ্ণ হলেন শিশু। তিনি মতামত দেবেন কিভাবে । যখন বড় হয়ে সিংহাসনে বসবেন তখন মতামত দেবেন। মতামত দেওয়ার যোগ্যতা হলে রাজত্ব করবেন তাইনা। এখন শিববাবা তো বলেন আমায় নিরাকারী দুনিয়ায় স্মরণ করো। কৃষ্ণ বলবেন আমায় স্বর্গে স্মরণ করো। তিনিও বলেন কাম হল মহা শত্রু , কাম বিকারকে পরাজিত করো , স্বর্গে বিষ মিলবেনা , তাই বিষ পরিত্যাগ করে পবিত্র হও। এইসব কথা তো কৃষ্ণের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা , মানুষ আমার নাম না দিয়ে সন্তানের নাম লিখে দিয়েছে , কৃষ্ণও তো হল সর্বগুণ সম্পন্ন। কৃষ্ণ বলেছেন গীতায় লেখা আছে কাম হল মহাশত্রু। ওঁনার কথাও কি কেউ মানছে । ওঁনার কথা মত কেউ কি চলছে । ভাবে কৃষ্ণ নিজে এসে বললে তবে আমরা ওঁনার মত-অনুযায়ী চলব ততক্ষণ পরিশ্রান্ত হতেই থাকব। সন্ন্যাসীরা এই রকম বলতে পারেনা যে আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাতে আসি। এই কথা তো কেবল বাবা-ই বলতে পারেন এবং এই কথাটি হল সঙ্গমের। কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগে। ওঁনাকেও এমন যোগ্যতা প্রদান করেছেন যিনি , কেউ তো আছেন তাইনা। তাই শিববাবা নিজে বলেন কৃষ্ণ এবং ওঁনার বংশধরদের এখন আমি স্বর্গে যাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করছি। বাবা কতখানি পরিশ্রম করেন যাতে বাচ্চারা স্বর্গে উঁচু পদলাভ করতে পারে। নাহলে শিক্ষিত দের সামনে ভার বহনের কাজ করবে। বাবার কাছে তো সম্পূর্ণ অধিকার নিতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমরা কি এত সুপুত্র হয়েছি ? সুপুত্রও আছে নম্বর অনুযায়ী। উত্তম , মধ্যম, কনিষ্ঠ। উত্তম কখনও লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। তাদের হৃদয়ে দয়া থাকবে আমরা যেন ভারতের সেবা করি। সোশ্যাল ওয়ার্কাররাও নম্বর অনুযায়ী থাকে -- উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। অনেকে অতিরিক্ত লুটে নেয় , বস্তু ইত্যাদি বিক্রি করে দেয়। তাহলে তাদের সুপুত্র সোশ্যাল ওয়ার্কার কিভাবে বলা যাবে ? সোশ্যাল ওয়ার্কার তো অনেকেই নিজেকে বলে কেননা সমাজের সেবা করে। প্রকৃত সেবা একমাত্র বাবা-ই করেন।

তোমরা বলো যে আমরাও হলাম বাবার সঙ্গে রুহানী সার্ভেন্ট। শুধুই সম্পূর্ণ সৃষ্টি নয় বরং তত্ব ইত্যাদিও পবিত্র করি। সন্ন্যাসীরা এইসব তো জানেনা যে তত্ব ইত্যাদি এইসময় তম প্রধান হয়েছে , ইহাকেও সত প্রধান করতে হবে। সত প্রধান তত্ব দ্বারা তোমাদের শরীরও সত প্রধান হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীদের তো কখনও সত প্রধান শরীর হয়না। কারণ রজ প্রধান সময়ে তাদের আগমন হয়। বাবা তো অনেক বোঝান কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। স্মরণে তাদের থাকবে যারা অন্যদের শোনাবে। দান না করলে ধারণা হবেনা। যারা ভালো সার্ভিস করে , তাদের বাপদাদাও গুণগান করেন। এই কথা তো বাচ্চারাও জানে যে সার্ভিসে কে কে খুব তীক্ষ্ণ যাচ্ছে। যারা সার্ভিস করবে তারা হৃদয়ে স্থান অর্জন করবে। সর্বদা মাতা পিতাকে ফলো করতে হবে। তাঁদের সিংহাসনে বিরাজিত হতে হবে। যারা সার্ভিসে থাকবে তারা অন্যদের সুখ প্রদান করবে। নিজের মুখটি আয়নায় দেখতে হবে যে বাবার সুপুত্র সন্তান কি হয়েছি ? নিজেও লিখতে পারো যে আমাদের সার্ভিসের এই হল চার্ট। আমি এই রকম সার্ভিস করছি, আপনি নির্ণয় করুন। তাহলে বাবাও জানতে পারবেন। নিজেও জাজ অর্থাৎ

নির্ণয় করতে পারো যে আমি উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ শ্রেণীর ? বাচ্চারাও জানে কে মহারথী আর কে পেয়াদা। কেউ লুকিয়ে থাকতে পারবেনা। বাবাকে কর্মের রুটিন চার্ট বা পোতা মেল দিলে বাবাও সাবধান করবেন। পোতা মেল না দিলেও সাবধান বাণী তো প্রাপ্ত হতেই থাকে। এখন যত অধিকার প্রাপ্ত করার ইচ্ছে আছে সেসব পুরোপুরি প্রাপ্ত করো। তারপর বাপদাদার কাছেও সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। এখানে বড় মা বসে আছেন , ওঁনার কাছেও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। ইনি ওয়ান্ডার ফুল মাদার এঁনার কোনো মাদার নেই। যেমন উনি পিতা ওঁনার কোনো পিতা নেই। তারপরে মাম্মা ফিমেল দের মধ্যে এক নম্বর। ড্রামাতে জগদম্বা র গায়ন আছে। সার্ভিস অনেক করেছে। যেমন বাবা সার্ভিস করতে যান , মাম্মা ও গিয়ে সার্ভিস করতেন। ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করতেন। সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ছিলেন। বাবার সঙ্গে তো বড় বাবা আছেন , তাই এনাকে বাচ্চাদের সামলাতে হত। সত্যযুগে প্রজা খুব সুখে থাকত। নিজের মহল , গরু, বলদ সবকিছু থাকত।
আচ্ছা - বাচ্চারা , খুশীতে থাকো উন্নতি করো , কারো বিস্মৃতিতে ও স্মৃতিতে থেকো না কেননা স্মরণ কেবল শিববাবাকে করতে হবে। নিজের শরীরটাও ভুলে যেতে হবে তাহলে অন্যদের আর কিভাবে মনে রাখবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কাউকে বিরক্ত করবেনা। মন-বচন-কর্মের দ্বারা সবাইকে সুখ প্রদান করে বাবার এবং পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করো।

২) সুপুত্র সন্তান হয়ে ভারতের রুহানী সেবা করতে হবে। দয়ালু হৃদয়ের অধিকারী হয়ে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে। তন মন ধন দ্বারা সেবা করতে হবে। সাচ্চা সাহেবের সঙ্গে সাচ্চা হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- দিল বা হৃদয় এক দিলারামে বসিয়ে সহজ যোগী হয়ে সর্ব আকর্ষণের প্রতিমূর্তি হও।

ব্যাখা: দিলারামকে হৃদয় দেওয়া অর্থাৎ হৃদয়ে স্থান দেওয়া -- এটাই হল সহজ যোগ। যেখানে মন ও হৃদয় যাবে বুদ্ধিও সেখানেই যাবে। যখন হৃদয় ও বুদ্ধি অর্থাৎ স্মৃতি , সঙ্কল্প, শক্তি সবকিছু বাবাকে সঁপে দিয়েছ , মন বচন কর্ম হয়েছে বাবার তখন অন্য কোনো সঙ্কল্প বা অন্য কোনো রকমের আকর্ষণ উৎপন্ন হওয়ার মার্জিন নেই। স্বপ্নও এই বিষয়ের আধারে আসে। যখন সবই তোমার তখন অন্য আকর্ষণ আসতে পারেনা। ফলে সহজেই সর্ব আকর্ষণের প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান - বাবার সঙ্গে এবং ঈশ্বরীয় পরিবারের সঙ্গে প্রকৃত প্রেম থাকলে সফলতা প্রাপ্ত হতেই থাকবে।